কলকাতা হাইকোর্ট

সাংবিধানিক রিট বিচারক্ষেত্র

আপিল বিভাগ

উপস্থিতঃ

মাননীয় বিচারপতি লাপিতা ব্যানার্জি

২০২৩ সালের ডব্লিউ. পি. এ ৪৯৫৩

সুপ্রতিম মুখার্জি

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানি লিমিটেড ও অন্যান্যরা

আবেদনকারীর জন্যঃ শ্রী দুর্গা প্রসাদ দত্ত, আইনজীবী,

শ্রী সুমন্ত গাঙ্গুলি, আইনজীবী

রাজ্যের জন্যঃ বিজ্ঞ বরিষ্ঠ আইনজীবী শ্রী জয়দীপ কর,

শ্রী দেবাঞ্জন মুখার্জি, আইনজীবী.,

শুনানিঃ ২৫.০৯.২০২৩

রায় - ১৯.১০.২০২৩

বিচারপতি লাপিতা ব্যানার্জি-

পূর্ববর্তী একটি রিট পিটিশনে, যা ২০২৩ সালের W.P.A. 318 ছিল, আবেদনকারী পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানি লিমিটেডের (সংক্ষেপে, WBSEDCL) অফিস এক্সিকিউটিভ পদে নিয়োগের জন্য প্রাক-নিয়োগ মেডিকেল বোর্ড কর্তৃক পুনর্মূল্যায়নের জন্য আবেদন করেছিলেন। আবেদনকারী ২২ ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখের একটি বিজ্ঞাপন অনুসারে একটি নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেছিলেন।

তিনি কম্পিউটার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারেও নির্বাচিত হন। তবে, আবেদনকারীর প্রার্থিতা ১৮ নভেম্বর, ২০২২ তারিখের একটি অফিস আদেশে বাতিল করা হয় কারণ প্রাক-নিয়োগ মেডিকেল বোর্ড পরীক্ষায় উচ্চ মায়োপিয়ার কারণে তাকে সাময়িকভাবে 'অযোগ্য' ঘোষণা করা হয়।

২. আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রী দত্ত বলেন যে, উক্ত প্রত্যাখ্যানের আদেশের পরে আবেদনকারীর দৃষ্টিশক্তি সংশোধনের জন্য লাসিক লেজার সার্জারি করা হয়েছে। তিনি ২৪শে নভেম্বর, ২০২২ তারিখে ডব্লিউ. বি. এস. ই. ডি. সি. এল-এর জেনারেল ম্যানেজার (এইচ. আর. এবং এ)-এর কাছে তাঁর প্রার্থিতা পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করেন।

৩. উপরন্তু, উত্তরদাতা নং ২ দ্বারা তাঁর প্রার্থিতা পুনর্বিবেচনার জন্য ১৩ই ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখে আরেকটি আবেদন করা হয়েছিল। ২২শে নভেম্বর, ২০২২ এবং ১৩ই ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখের আবেদনগুলি বিবেচনা করা হয়নি। এই ধরনের নিষ্ক্রিয়তায় ক্ষুব্ধ হয়ে পূর্ববর্তী রিট পিটিশনটি ২০২৩ সালের ডব্লিউপিএ ৩১৮ দায়ের করা হয়েছিল।

৪. WBSEDCL-এর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী মুখার্জি 2023 সালের WPA 318 সংক্রান্ত রিট আবেদনের শুনানির সময় দাখিল করেন যে বিজ্ঞাপনের সমস্ত শর্তাবলী বিবাদী/WBSEDCL দ্বারা মেনে চলার কারণে এটি রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য নয়। তিনি তার যুক্তির সমর্থনে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির শর্তাবলীর প্রতি এই আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে এটি বিশেষভাবে অবহিত করা হয়েছিল যে WBSEDCL-এর প্রাক-কর্মসংস্থান মেডিকেল পরীক্ষার সিদ্ধান্ত প্রার্থীর জন্য "চূড়ান্ত" এবং "বাধ্যতামূলক" হবে। অতএব, আবেদনকারীর প্রার্থীতা পুনর্বিবেচনা করা কর্পোরেশনের বিজ্ঞাপনে নির্ধারিত শর্তাবলী এবং নির্দেশিকাগুলির পরিপন্থী।

৫. তিনি আরও বলেন যে একবার পুনর্বিবেচনার জন্য এই ধরনের অনুরোধের অনুমতি দেওয়া হলে তা অপ্রয়োজনীয়ভাবে বন্যার দরজা খুলে দেবে এবং নিয়োগকর্তার জন্য প্রচুর অসুবিধার সৃষ্টি করবে। তিনি "মেডিকেল ফিটনেস"-এর নিয়ম ও মান সম্পর্কে ৬ই মে, ২০১০ তারিখের কোম্পানির নির্দেশিকা উল্লেখ করেন।

৬. পক্ষগুলির প্রতিদ্বন্দ্বী জমা এবং রেকর্ডে রাখা উপকরণগুলি বিবেচনা করে, ২০২৩ সালের ১৬ই জানুয়ারি এই আদালত খুঁজে পেয়েছে যে;

ক. অফিস এক্সিকিউটিভদের ক্ষেত্রে শূন্য পদের সংখ্যা ৭৪৫। তারিখ অনুসারে সমস্ত শূন্যপদ পূরণ না হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে।

খ. সাক্ষাৎকারে যোগ্যতা অর্জনের পর আবেদনকারী প্রাক-কর্মসংস্থান মেডিকেল পরীক্ষার জন্য গিয়েছিলেন।

গ. সাময়িকভাবে 'অযোগ্য' বলে প্রমাণিত হওয়ার পর, তিনি ল্যাসিক লেজার সার্জারির জন্য গিয়েছিলেন।

ঘ. কোম্পানির নিয়ম এবং নির্দেশিকা অনুসারে আবেদনকারীর প্রার্থীতা পুনর্বিবেচনা করা হলে এবং আবেদনকারীকে সাময়িকভাবে অযোগ্য বলে পুনরায় নিয়োগ পূর্ব মেডিকেল পরীক্ষার জন্য পাঠানো হলে নিয়োগকর্তার কোনও পক্ষপাত বা গুরুতর অসুবিধা হবে না।

৭. এই আদালত নির্দেশ দিয়েছে যে ১৮ই নভেম্বর, ২০২২ তারিখের আদেশটি বাতিল করে দেওয়া হবে এবং ১৩ই ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখের প্রতিনিধিত্বটি আবেদনকারীকে ব্যক্তিগত শুনানি দেওয়ার তারিখ থেকে ছয় সপ্তাহের মধ্যে উত্তরদাতা নং ২/জেনারেল ম্যানেজার (এইচআরএন্ডএ) দ্বারা বিবেচনা করা হবে। একটি যুক্তিসঙ্গত আদেশ পাস করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং পাস হওয়ার দুই সপ্তাহের মধ্যে আবেদনকারীকে জানানো হয়েছিল।

৮. উপরন্তু, এটি নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে আজ অবধি সমস্ত শূন্যপদ পূরণ না করা হলে, আবেদনকারীর প্রতিনিধিত্ব বিবেচনা ও নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অফিস এক্সিকিউটিভ পদে একটি শূন্যপদ রাখা হবে।

৯. এই আদেশটি মামলার অদ্ভুত তথ্য এবং পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে পাস করা হয়েছিল।

১০. আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত শ্রী দত্ত বিজ্ঞ কাউন্সেল বলেন যে, ১৬ই জানুয়ারী, ২০২৩ তারিখের আদেশ অনুসারে ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ২০২৩ তারিখের বিতর্কিত আদেশের মাধ্যমে, মহাব্যবস্থাপক (এইচ.আর.এন্ড.এ) ১৬ই জানুয়ারী, ২০২৩ তারিখের আদেশের মাধ্যমে এই আদালত দ্বারা ইতিমধ্যে নিষ্পত্তি হওয়া বিষয়টি পুনরায় চালু করতে চেয়েছিলেন। মহাব্যবস্থাপক এই আদালতের ফলাফল বিবেচনা না করে আবেদনকারীর পুনরায় পরীক্ষার অনুমতি দিতে অস্বীকার করে আদেশটি এমনভাবে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন।

১১. শ্রী দত্ত ২০১২ সালের এস. সি. সি. অনলাইন ডেল ৩১৩১ (শ্রীমতী শ্রীজা কে বনাম ভারত ইউনিয়ন)-এ দিল্লি হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চের রায়ের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। সেই ক্ষেত্রে, আবেদনকারীকে প্রাক-নিয়োগ মেডিকেল পরীক্ষার জন্য গঠিত মেডিকেল বোর্ড দ্বারা 'উচ্চ মায়োপিয়া'-র কারণে অযোগ্য বলে মনে করা হয়েছিল। তিনি জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার (জি. এস. আই) জুনিয়র জিওলজিস্ট পদে নিয়োগের জন্য একটি নির্বাচন প্রক্রিয়ায় উপস্থিত হয়েছিলেন।

১২. এরপরে, আবেদনকারী ল্যাসিক অস্ত্রোপচার করেছিলেন। তিনি দ্বিতীয় মেডিকেল পরীক্ষার অনুরোধ করেছিলেন। একই অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। আবেদনকারীর দৃষ্টি নির্ধারিত পরামিতিগুলির মধ্যে ছিল।

১৩. আবেদনকারীকে তার দৃষ্টিশক্তির সংশোধনের কারণে অযোগ্য বলে মনে করা হয়েছিল প্রথম চিকিৎসা পরীক্ষার পর ল্যাসিক অস্ত্রোপচার। ল্যাসিক অস্ত্রোপচারের পর,

উভয় চোখেই আবেদনকারীর দৃষ্টি নিয়মাবলীতে নির্ধারিত মানের মধ্যে পড়েছিল কিন্তু ট্রাইব্যুনাল আবেদনকারীর আবেদন প্রত্যাখ্যান করে। ডিভিশন বেঞ্চ বলেছিল যে মেডিকেল বোর্ড আবেদনকারীকে অযোগ্য প্রার্থী হিসাবে ঘোষণা করতে পারে না কারণ ল্যাসিক অস্ত্রোপচার করা কোনও ব্যক্তিকে অযোগ্য বা অযোগ্য ঘোষণা করার কোনও নিয়ম নেই। ডিভিশন বেঞ্চ বলেছিল যে জিএসআই-এর নিজস্ব অফিস স্মারকলিপি অনুসারে, কোনও কর্মচারীর দৃষ্টি উপযুক্ত পদ্ধতির মাধ্যমে সংশোধন করা যেতে পারে।

১৪. তারপর তিনি আইএলআর (২০১৪) ১ ডেল ৭৫২ (ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং আরেকজন বনাম সৈকত রায়)-এ রিপোর্ট করা একটি সিদ্ধান্তের উদ্ধৃতি দেন। দিল্লি হাইকোর্টের মাননীয় ডিভিশন বেঞ্চ বলেছিল যে, কোনও বিধি বা নিয়মে কোনও বিধিনিষেধের অভাবে, কোনও ব্যক্তির সংশোধনমূলক অস্ত্রোপচার করা হয়েছে, এই নিছক সত্যটি তাকে চিকিৎসাগতভাবে অযোগ্য ঘোষণা করার সমতুল্য নয়। সৈকত রায়ের (উপরে) মামলাটি শ্রীমতী শ্রীজা কে (উপরে)-র মামলা অনুসরণ করে।

১৫. এরপরে তিনি ২০১৬ সালে এস. সি. সি অনলাইন রাজ ৮০৬৭ (অজয় সিং বনাম রাজস্থান রাজ্য)-এ রাজস্থান হাইকোর্টের একটি সমন্বিত বেঞ্চ দ্বারা গৃহীত একটি সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করেন। সমন্বয় বেঞ্চ বলেছিল যে যদিও এটি সত্য যে কোনও প্রার্থীকে পরীক্ষা এবং পুনরায় পরীক্ষার অবসান ঘটাতে হবে, তবে ব্যক্তিকে পুনরায় পরীক্ষার জন্য পাঠানো উচিত কিনা তা নির্ভর করে মামলার তথ্যের উপর। সেই ক্ষেত্রে, যেহেতু কর্তৃপক্ষের প্রতিবেদনে ব্যাপক বৈচিত্র্য ছিল যার ফলে প্রত্যাখ্যান এবং সরকারী হাসপাতালের প্রতিবেদনে যা পরে আবেদনকারীকে পরীক্ষা করেছিল, উত্তরদাতা কর্তৃপক্ষকে আবেদনকারীকে পরীক্ষা করার জন্য একটি বোর্ড গঠন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

১৬.	ডব্লিউ. বি. এস. ই. ডি. সি. এল-এর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ বরিষ্ঠ কাউন্সেল শ্রী কর বলেন যে, জি. এম. (এইচ. আর. এবং এ) আবেদনকারীকে পুনরায় পরীক্ষার জন্য না পাঠানোর ক্ষেত্রে কোনও দুর্বলতা দেখাননি কারণ আবেদনকারীর প্রার্থিতা কোম্পানির নিয়মকানুন এবং নির্দেশিকাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে এই আদালত দ্বারা বিবেচনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। যেহেতু, কোম্পানির নিয়মকানুন এবং নির্দেশিকাগুলি প্রাক-কর্মসংস্থান মেডিকেল বোর্ড দ্বারা পুনরায় পরীক্ষার অনুমতি দেয়নি, তাই জি. এম. প্রাক-কর্মসংস্থান মেডিকেল বোর্ড দ্বারা আবেদনকারীর পুনরায় মূল্যায়ন করার অনুমতি না দেওয়ায় ন্যায়সঙ্গত ছিল।

১৭.	বিবাদীদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী মুখার্জিও AIR (1994) SC 1241 (ভারতীয় কৃষি গবেষণা ও আইন পরিষদ, বনাম শ্রীমতী শশী গুপ্ত) -এ প্রকাশিত একটি সিদ্ধান্তের উদ্‌ধৃতি দেন। সেই ক্ষেত্রে, আবেদনকারীকে কৃষি গবেষণা পরিষেবায় বিজ্ঞানী গ্রেড-S পদে নিয়োগের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। তাকে ফিটনেসের একটি মেডিকেল সার্টিফিকেট উপস্থাপন করতে হয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশত, মেডিকেল বোর্ড তাকে অযোগ্য ঘোষণা করে। আপিল বোর্ডও তাকে অযোগ্য ঘোষণা করে। তিনি একটি রিট পিটিশন দাখিলের মাধ্যমে মেডিকেল রিপোর্টকে চ্যালেঞ্জ করেন।

১৮.	রিট আবেদনটি কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তরিত করা হয়। ট্রাইব্যুনাল মেডিকেল রিপোর্ট বাতিল করে আবেদনকারীকে চাকরিতে নিয়োগের নির্দেশ দেন। আবেদনকারী ট্রাইব্যুনালে মেডিকেল রিপোর্ট চ্যালেঞ্জ করেন এই কারণে যে বরিষ্ঠ কম্পিউটার/টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে প্রাথমিক নিয়োগের সময় তাকে ইতিমধ্যেই একজন মেডিকেল বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরীক্ষা করা হয়েছিল।

১৯. এরপরে তিনি মেডিকেল রিপোর্টগুলিকে এই ভিত্তিতে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন যে তাকে চিকিৎসা পরীক্ষা করতে হবে না কারণ পরিষেবা নিয়মের প্রাথমিক সংবিধানে এর জন্য ব্যবস্থা করা হয়নি।

২০. যেহেতু তিনি ইতিমধ্যেই একজন আধা-স্থায়ী প্রার্থী ছিলেন, তাই তাঁকে আর চিকিৎসা পরীক্ষা করানো যায়নি।

২১. ট্রাইব্যুনালের দৃষ্টিভঙ্গি যে আবেদনকারী যেহেতু ইতিমধ্যেই আধা-স্থায়ী মর্যাদা পেয়েছিলেন, তাই আর কোনও মেডিকেল পরীক্ষার প্রয়োজন ছিল না, তা শীর্ষ আদালত গ্রহণ করেনি। শীর্ষ আদালত বলেছিল যে একবার মেডিকেল বোর্ড এবং আপিল মেডিকেল বোর্ড রিট আবেদনকারী/উত্তরদাতাকে এই পদের জন্য অযোগ্য বলে মনে করলে, মেডিকেল মতামতের উপর আপিল করার এবং রিট আবেদনকারীর নিয়োগকে পরিষেবাতে নির্দেশ দেওয়ার কোনও এখতিয়ার ট্রাইব্যুনালের ছিল না। নিয়োগকর্তার কোনও ব্যক্তির চাকরির প্রস্তাব দেওয়ার আগে তার মেডিকেল ফিটনেস সম্পর্কে সন্তুষ্ট হওয়ার সহজাত অধিকার ছিল।

২২. বর্তমান মামলায়, এই আদালত তার পূর্ববর্তী আদেশের মাধ্যমে আবেদনকারীকে মেডিকেল বোর্ড দ্বারা আবার মেডিকেল পরীক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছে, যাতে নিয়োগকর্তা তাকে চাকরি দেওয়ার আগে প্রার্থীর মেডিকেল ফিটনেস সম্পর্কে সন্তুষ্ট হতে পারে। এই আদালত মেডিকেল বোর্ডের মতামতের সাথে হস্তক্ষেপ করতে এগিয়ে যায়নি। এটি কেবল আবেদনকারীর সংশোধনমূলক অস্ত্রোপচারের উপর একটি নতুন মেডিকেল পরীক্ষার নির্দেশ দিয়েছে।

২৩. এছাড়াও বর্তমান রিট আবেদনে, আবেদনকারী প্রাক-নিয়োগ মেডিকেল বোর্ড দ্বারা পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে চ্যালেঞ্জ করার চেষ্টা করেননি।

২৪. অতএব, শশী গুপ্তের (উপরে) সিদ্ধান্তটি কীভাবে উত্তরদাতা/ডব্লিউবিএসইডিসিএল-এর মামলাটিকে সহায়তা করে তা দেখতে এই আদালত ব্যর্থ হয়েছে। শশী গুপ্তের (উপরে) মামলাটিও শ্রীমতী শ্রীজা কে (উপরে)-এর তথ্যের ভিত্তিতে আলাদা করা হয়েছিল।

২৫. ডব্লিউ. বি. এস. ই. ডি. সি. এল-এর পক্ষ থেকে উল্লিখিত পরবর্তী সিদ্ধান্তটি ২০১১ (১২) এস. সি. সি ৮৫ (বেডাঙ্গা তালুকদার বনাম সাইফুদাউল্লাহ খান ও অন্যান্যরা)-এ রিপোর্ট করা হয়েছে। সেই ক্ষেত্রে, ২০০৬ সালে এ. পি. এস. সি দ্বারা বিজ্ঞাপিত পদগুলিতে নিয়োগের জন্য একটি যৌথ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রাথমিক পরীক্ষা (প্রার্থীদের স্ক্রিনিং) করার জন্য একটি বিজ্ঞাপন জারি করা হয়েছিল। সম্পূর্ণ আবেদনপত্র প্রাপ্তির শেষ তারিখ ছিল সেপ্টেম্বর, ২০০৬। ওবিসি, এসসি, এস. টি-র মতো বিভিন্ন বিভাগের প্রার্থীদের জন্য পদ সংরক্ষণ করা হয়েছিল কিন্তু প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের (সমান সুযোগ, অধিকার সুরক্ষা এবং সম্পূর্ণ অংশগ্রহণ) আইন, ১৯৯৫-এর অধীনে প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের পক্ষে কোনও সংরক্ষণ করা হয়নি।

২৬. একটি জনস্বার্থ মামলা (পি. আই. এল) অনুসারে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ৩ শতাংশ সংরক্ষণ অন্তর্ভুক্ত করে একটি নতুন বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। ২০০৬ সালের আগস্টে জারি করা বিজ্ঞাপনের জন্য ২০০৭ সালের জুন মাসে একটি শুদ্ধিপত্র জারি করা হয়েছিল। অসম সিভিল সার্ভিসে একটি পদের জন্য লোকোমোটর প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কাছ থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করা হয়েছিল। এটি স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল যে লোকোমোটর প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগে অসম পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (এ. পি. এস. সি) অফিসে বা পরীক্ষার হলে সহায়ক নথি দেখাতে হবে। উত্তরদাতা নং ১ ধুবরির জেলা মেডিকেল বোর্ড দ্বারা ১ জানুয়ারী, ২০০৪ পর্যন্ত ৫০ শতাংশ শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী হিসাবে প্রত্যয়িত হয়েছিল। প্রাথমিক পরীক্ষাটি ছিল ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০০৭ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। উত্তরদাতা নং ১ জমা দেননি

লোকোমোটর [হাঁটাচলায় অক্ষম] প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত আসনে তাঁর দাবি প্রমাণ করার জন্য বাধ্যতামূলক নথি। অতএব, তিনি সাধারণ বিভাগের প্রার্থী হিসাবে পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন।

২৭. আপিলকারী এবং উত্তরদাতা নং ১ উভয়ই সফলভাবে প্রাথমিক পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন এবং মূল পরীক্ষার জন্য ডাকা হয়েছিল। একটি নির্ধারিত আবেদনপত্র পূরণ করতে হয়েছিল। উত্তরদাতা নং ১ দ্বিতীয় ফর্মে ইঙ্গিত করেছেন যে তিনি ৫০ শতাংশ লোকোমোটর অক্ষমতায় ভুগছেন। তাঁর মতে, তিনি সমর্থনকারী শংসাপত্রও জমা দিয়েছেন। আপিলকারী এবং উত্তরদাতা নং ১ উভয়ই সফলভাবে মূল লিখিত পরীক্ষা শেষ করেছেন এবং ডিসেম্বর, ২০০৮-এ সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হয়েছিল। উত্তরদাতা নং ১ দাবি করেছেন যে তিনি সাক্ষাৎকারের সময় তাঁর শংসাপত্রটি উপস্থাপন করেছেন। এই তথ্যগুলি কর্তৃপক্ষ দ্বারা বিতর্কিত হয়েছিল।২০০৯ সালের জুন মাসে যখন তালিকাটি প্রকাশিত হয়, তখন উত্তরদাতা নং ১ (আর ১)-এর নাম শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী প্রার্থী হিসাবে তালিকায় স্থান পায়নি। উত্তরদাতা নং ১ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৫-এর অধীনে আবেদন করেন। তিনি জানতে পারেন যে তিনি আপিলকারীর তুলনায় ১০০ নম্বর বেশি পেয়েছেন। নির্বাচিত প্রার্থীদের সংশোধিত তালিকা ২০১০ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত হয়েছিল। উত্তরদাতা নং ১-এর নাম উক্ত তালিকায় উপস্থিত হয়নি। উত্তরদাতা নং ১-এর দায়ের করা একটি রিট পিটিশনে, হাইকোর্ট এ. পি. এস. সি-কে আর ১-এর মামলাটি নতুন করে বিবেচনা করার নির্দেশ দেয়।

২৮. আর১-এর মামলাটি ২০১০ সালের মে মাসে কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করেছিল। তার দাবি গৃহীত হয়নি। আর১ আরেকটি রিট পিটিশন দায়ের করেছে।

২৯. কর্তৃপক্ষ শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য নির্ধারিত একক পদে নিয়োগের জন্য আর১-এর মামলা বিবেচনা না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কারণ তাকে শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী প্রার্থী হিসাবে দেখানো পরিচয়পত্রটি আর১ দ্বারা বিভিন্ন পর্যায়ে জমা দেওয়া হয়নি। হাইকোর্ট আর১-এর মামলাটি তার দ্বারা উপস্থাপিত পরিচয়পত্র বিবেচনা করে বিবেচনা করার নির্দেশ দিয়েছে।

৩০. এই পরিস্থিতিতে, শীর্ষ আদালত বলেছিল যে বিজ্ঞাপনের শর্তাবলীতে কোনও ছাড় দেওয়া যাবে না যদি না এই ধরনের ক্ষমতা বিশেষভাবে সংরক্ষিত থাকে। আর১ ২০০৯ সালের ডিসেম্বরে প্রথমবার লোকোমোটর প্রতিবন্ধীতার বিষয়ে তার নথি জমা দেয়। আর১-কে সাধারণ বিভাগের প্রার্থী হিসাবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

৩১. শীর্ষ আদালতের অভিমত ছিল যে, নির্বাচিত তালিকা প্রকাশের সঙ্গে নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর জমা দেওয়া পরিচয়পত্রের ভিত্তিতে আর১-এর দাবি বিবেচনা করার জন্য হাইকোর্ট বিতর্কিত নির্দেশ জারি করতে পারত না।

৩২. শীর্ষ আদালত একটি সংরক্ষিত পদের ক্ষেত্রে আপিলকারী এবং আর১-এর প্রার্থিতা বিবেচনা করছিল। একটি নির্দিষ্ট তারিখ ছিল যার মধ্যে সংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থী হিসাবে বিবেচিত হওয়ার জন্য আর১-কে 'অক্ষমতা' শংসাপত্র দেখাতে হত।

৩৩. এই আদালত আবার বেডাঙ্গা তালুকদার (সুপ্রা)-এর মামলাটি কীভাবে উত্তরদাতাদের মামলাটিকে সহায়তা করে তা দেখতে ব্যর্থ হয়েছে। ১৬ জানুয়ারী, ২০২৩ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে, এই আদালত স্পষ্টভাবে নথিভুক্ত করেছে যে অফিস এক্সিকিউটিভের সমস্ত পদের সম্ভাবনা ছিল (সংখ্যায় ৭৪৫) আজ অবধি পূরণ করা হচ্ছে না।

অতএব, সংশোধনমূলক অস্ত্রোপচারের পর আবেদনকারীর মামলা পুনর্বিবেচনা করা হলে নিয়োগকর্তার উপর কোনও পক্ষপাত বা অসুবিধা হবে না।

৩৪. বর্তমান মামলায় আবেদনকারী সমস্ত যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণ করেছেন এবং প্রাক-নিয়োগ মেডিকেল পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। আবেদনকারীর মায়োপিয়া নির্ধারিত সীমার বাইরে ছিল। নির্বাচন পদ্ধতির মুদ্রা চলাকালীন, এই আদালত আবেদনকারীকে প্রার্থী হিসাবে তার মেডিকেল ফিটনেস বিবেচনা করার জন্য উত্তরদাতা/ডাব্লুবিএসইডিসিএল-এর মেডিকেল বোর্ড দ্বারা পুনরায় পরীক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছে। দুটি মামলার তথ্য কীভাবে তুলনা করা যেতে পারে, তা এই আদালতের বোধগম্যতার বাইরে।

৩৫ এরপরে, তিনি ২০১৩ (১১) এস. সি. সি ৫৮ (রাকেশ কুমার শর্মা বনাম রাজ্য (দিল্লির এন. সি. টি) এবং অন্যান্য)-এ রিপোর্ট করা একটি সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছিলেন। সেক্ষেত্রে, আবেদনপত্র জমা দেওয়ার আগে প্রশিক্ষিত স্নাতক শিক্ষক (টি. জি. টি) পদে আবেদনের জন্য একটি পূর্বশর্ত ছিল বি. এড ডিগ্রি। আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ছিল ২৯ অক্টোবর, ২০০৭। আবেদনকারী উক্ত তারিখের আগে বি. এড পরীক্ষায় বসেছিলেন, কিন্তু, তাঁর ফলাফল ২৮ জানুয়ারী, ২০০৮-এ ঘোষণা করা হয়েছিল। অস্থায়ী নিয়োগপত্র ১৯ জুন, ২০০৯-এ জারি করা হয়েছিল। এটি স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল যে, যদি কোনও পর্যায়ে এটি পাওয়া যায় যে প্রার্থী প্রদত্ত কোনও তথ্য মিথ্যা ছিল বা কোনও গোপন বা ভুল উপস্থাপনা ছিল, তবে নিয়োগটি বাতিল করা হবে।

৩৬. উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ২০১০ সালের অক্টোবরে আপিলকারীর চাকরি বাতিল করে।

৩৭. মাননীয় সর্বোচ্চ আদালত রায় দিয়েছে যে আবেদনকারী আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন করেননি, যদিও তিনি উপস্থাপন করেছিলেন যে তার যোগ্যতা অর্জন করেছেন।

অতএব, যদিও আপিলকারীর ফলাফল ঘোষণার তারিখে যোগ্যতা ছিল, তবুও আবেদনকারীর আবেদন বা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখের সাথে সম্পর্কিত বলে ধরে নেওয়া যাবে না। অধিকন্তু, যদি আপিলকারীর মামলার প্রতি সহানুভূতির সাথে আচরণ করা হয়, তাহলে বিপুল সংখ্যক প্রার্থী, যারা বিজ্ঞাপনে উল্লেখিত শর্তাবলী অনুসারে যোগ্য ছিলেন না, তাদের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হবে কারণ তারা বিজ্ঞাপনের শর্তাবলী অনুসারে নিজেদের অযোগ্য মনে করে আবেদন নাও করতে পারেন। অতএব, অযোগ্য প্রার্থী কর্তৃক অবৈধ নিয়োগ বা পদ দখলকে রক্ষা করার কোনও বাধ্যবাধকতা ছিল না।

৩৮. বর্তমান ক্ষেত্রে, ডব্লিউ. বি. এস. ই. ডি. সি. এল-এর মহাব্যবস্থাপক (এইচ. আর. এবং এ) ২০২৩ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি তার যুক্তিসঙ্গত/বিতর্কিত আদেশে নিজেই বলেছেন যে আবেদনকারী শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুসারে একজন যোগ্য প্রার্থী ছিলেন এবং সে কারণেই তাকে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার এবং ভিভা ভয়েসে অংশ নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। কর্মসংস্থানের জন্য একজন প্রার্থীর যোগ্যতা নিয়োগের বিজ্ঞপ্তির তারিখে যাচাই করা হয়েছিল।

৩৯. নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখে আবেদনকারীর যোগ্য প্রার্থী হওয়ার বিষয়ে কোনও বিরোধ ছিল না। আবেদনকারী কোনওভাবেই ভুল উপস্থাপন করেননি। আবেদনকারীর আচরণ এমন ছিল না যে, যদি তার প্রার্থীতাকে সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করা হত, তাহলে অন্যান্য যোগ্য প্রার্থীদের প্রতি অন্যায্যভাবে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হত।

৪০. অতএব, এই আদালতের অভিমত হল যে রাকেশ কুমার শর্মার (উপরে) মামলাটি উত্তরদাতাদের ক্ষেত্রে সহায়তা করে না। আবেদনকারীর যোগ্যতা নিয়ে কোনও বিতর্ক নেই। যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণ করার পরে, প্রাক-নিয়োগ মেডিকেল পরীক্ষার সময় কোনও প্রার্থীকে অযোগ্য ঘোষণা করা যেতে পারে। কোনও প্রার্থীর যোগ্যতাকে প্রাক-নিয়োগ মেডিকেল পরীক্ষার সময় মূল্যায়ন করা প্রার্থীর উপযুক্ততার সাথে তুলনা করা যায় না। কেবলমাত্র যোগ্য এবং অস্থায়ীভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের উপযুক্ততার মূল্যায়নের জন্য প্রাক-নিয়োগ মেডিকেল পরীক্ষার জন্য পাঠানো হবে।

৪১. পরবর্তী অপ্রকাশিত রায়টি দিল্লি হাইকোর্টের মাননীয় ডিভিশন বেঞ্চ কর্তৃক ৪ আগস্ট, ২০১৬ তারিখে **মমতা যাদব ও অন্যান্য বনাম ভারত ইউনিয়ন ও অন্যান্য** মামলায় গৃহীত হয়। রিট আবেদনকারী রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (RPF) -এ নিয়োগের জন্য নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। চিকিৎসা মানদণ্ডে সংশোধনমূলক অস্ত্রোপচার ছাড়াই দূরবর্তী এবং নিকটবর্তী দৃষ্টি নির্ধারিত সময়সূচী অনুসারে থাকার কথা বলা হয়েছে। বিবাদীদের মতে, তথ্য অনুসারে, LASIK অস্ত্রোপচার করানো ১৭.৫% প্রার্থী পরে রাতের দৃষ্টি সমস্যার কথা জানান।

৪২. ইন্ডিয়ান রেলওয়ে মেডিকেল ম্যানুয়াল, ২০০০ প্রকাশিত হয়েছিল যখন ল্যাসিক অস্ত্রোপচার উপলব্ধ ছিল না। ম্যানুয়ালটি আপডেট করার জন্য, একটি কমিটি ৩ জন প্রবীণ রেলওয়ে চক্ষু বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে গঠন করা হয়েছিল।কমিটি বলেছে যে আর. পি. এফ কর্মীদের জন্য ল্যাসিক অস্ত্রোপচারের অনুমতি দেওয়া উচিত নয়।

৪৩.	ভারত সরকার কর্তৃক জারি করা একটি গেজেট প্রজ্ঞাপনে, পরিষেবার শ্রেণীর জন্য দূরবর্তী এবং নিকটবর্তী দৃষ্টিভঙ্গির মান নির্ধারণ করা হয়েছিল। প্রজ্ঞাপনে পরিষেবাগুলিকে ২টি বিভাগে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে; "প্রযুক্তিগত এবং অ-প্রযুক্তিগত"। অ-প্রযুক্তিগত পরিষেবাগুলির মধ্যে রয়েছে ইন্ডিয়ান সিভিল অ্যাকাউন্টস সার্ভিস, ইন্ডিয়ান রেলওয়ে অ্যাকাউন্টস সার্ভিস, ইন্ডিয়ান ডিফেন্স অ্যাকাউন্টস সার্ভিস ইত্যাদি।

৪৪.	শীর্ষ আদালত বলেছিল যে, সংশোধনমূলক অস্ত্রোপচারের অনুমতি সম্পর্কিত গেজেট বিজ্ঞপ্তি শুধুমাত্র "অ-প্রযুক্তিগত" পদের জন্য আবেদনকারী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। বি. এস. এফ এবং আর. পি. এফ-এ কনস্টেবল নিয়োগের জন্য বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত মেডিকেল স্ট্যান্ডার্ডের ক্ষমতা চ্যালেঞ্জের মধ্যে ছিল না। অতএব, আবেদনকারীরা "অ-প্রযুক্তিগত" পদ সম্পর্কিত ১৪ টি পরিষেবা সম্পর্কিত গেজেট বিজ্ঞপ্তির উপর নির্ভরতা স্থাপন করে 'প্রযুক্তিগত' পদে নিয়োগের জন্য ভুল জায়গায় রাখা হয়েছিল।

৪৫.	মমতা যাদব (উপরে) দেখান যে আবেদনকারী ল্যাসিক অস্ত্রোপচারের সুবিধা নিতে পারেন যেহেতু তিনি একটি অফিস এক্সিকিউটিভ পদে নিয়োগের জন্য আবেদন করেছিলেন যা একটি "অ-প্রযুক্তিগত" পদের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। একটি বাহিনীর তালিকাভুক্ত সদস্যের জন্য অনুসরণ করা মান, একটি 'প্রযুক্তিগত পদে' একটি "অ-প্রযুক্তিগত" পদে কর্মরত অফিস এক্সিকিউটিভের জন্য প্রযোজ্য মান হিসাবে ধরা যাবে না।

৪৬.	এছাড়াও বর্তমান রিট পিটিশনে, অফিস এক্সিকিউটিভ পদে আবেদনের জন্য ল্যাসিক অস্ত্রোপচারের মধ্য দিয়ে যাওয়া প্রার্থীদের অযোগ্যতার বিষয়ে কোনও সমস্যা উত্থাপিত হয়নি।

৪৭.	একটি সিদ্ধান্ত (২০১৯) ৬ এস. সি. সি ৩৬২ (মহারাষ্ট্র পাবলিক সার্ভিস কমিশন বনাম সন্দীপ শ্রীরাম ওয়ারাদে এবং অন্যান্যরা) এর উপর নির্ভর করেছেন

শ্রী মুখার্জি। সেই ক্ষেত্রে, শীর্ষ আদালত বলেছিল যে কোনও পদে নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতাগুলি নিয়োগকর্তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। নিয়োগকর্তা অতিরিক্ত বা পছন্দসই যোগ্যতা নির্ধারণ করতে পারেন, যে কোনও পছন্দের ত্রুটি সহ। নিয়োগকর্তা কোনও প্রার্থীকে যে প্রয়োজনীয়তা থাকতে হবে তা নির্ধারণ করার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত। আদালত যোগ্যতা বা পছন্দসই যোগ্যতার শর্তগুলি নির্ধারণ করতে পারে না। আদালত "প্রয়োজনীয় যোগ্যতার" শর্তগুলি ব্যাখ্যা করে বিজ্ঞাপনের শর্তগুলি পুনরায় লিখতে পারে না। বিজ্ঞাপনে কোনও অস্পষ্টতা থাকলে, যথাযথ আদেশের পরে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের কাছে ফিরে যাওয়া উচিত।বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার আড়ালে কোনও আদালত নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের চেয়ারে বসে নিয়োগকর্তার জন্য কোনটি সর্বোত্তম তা নির্ধারণ করতে পারে না।

৪৮. সেক্ষেত্রে রসায়ন ইত্যাদিতে ডিগ্রি/যোগ্যতা অর্জনের পাশাপাশি নির্দিষ্ট সংখ্যক বছর ধরে ওষুধ উৎপাদন ও পরীক্ষার ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা থাকা প্রার্থীকে 'অগ্রাধিকার' দেওয়া যেতে পারে যাদের গবেষণার অভিজ্ঞতার কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতা ছিল। বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত 'অগ্রাধিকার' শব্দটির অর্থ এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না যে, কোনও প্রার্থীর গবেষণার অভিজ্ঞতা থাকার কারণে তাঁর নিয়োগের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত হওয়ার 'অগ্রাধিকার অধিকার' ছিল।

৪৯ আবারও, এই আদালত বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে যে নিয়োগকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত অপরিহার্য যোগ্যতার মানদণ্ড কীভাবে এই আদালতের বিচারিক পর্যালোচনার আড়ালে দখল করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই আদালত কেবলমাত্র নিয়োগকর্তাকে বিজ্ঞাপন/নির্দেশিকাতে বর্ণিত শর্তাবলী/পরামিতি অনুসারে আবেদনকারীর চিকিৎসাগত যোগ্যতা পুনঃপরীক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছিল।

৫০. এরপরে তিনি ২০২১ সালে এস. সি. সি অনলাইন এস. সি ১২৬২ (বিহার রাজ্য এবং অন্যান্যরা বনাম মধু কান্ত রঞ্জন এবং আরেকজন) নামে একটি রায় উদ্ধৃত করেন।

৫১ .সেই ক্ষেত্রে, মূল রিট আবেদনকারী ২০০৪ সালে প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপন অনুসারে কনস্টেবল হিসাবে নিয়োগের জন্য আবেদন করেছিলেন। তিনি ৮ই সেপ্টেম্বর, ২০০৬-এ অনুষ্ঠিত একটি শারীরিক পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন। মূল রিট আবেদনকারী প্রথম আবেদনপত্রের সাথে বা দ্বিতীয় আবেদনপত্রের সাথে তার এনসিসি শংসাপত্র জমা দেননি। এনসিসি 'বি' শংসাপত্রধারীদের অতিরিক্ত ৫ নম্বর এবং এনসিসি 'সি' শংসাপত্রধারীদের জন্য ১০ নম্বর দিতে হবে। আবেদনকারী এনসিসি 'বি' শংসাপত্রধারী ছিলেন।

৫২. আবেদনকারী এনসিসি 'বি' শংসাপত্র জমা না দেওয়ায় তাকে ৫টি অতিরিক্ত নম্বর দেওয়া হয়নি। আসল এনসিসি 'বি' শংসাপত্রটি ২০০৭ সালে শারীরিক পরীক্ষার পরে জমা দেওয়া হয়েছিল। এই ধরনের জমা দেওয়ার কাট অফ তারিখ ছিল ফেব্রুয়ারি, ২০০৪।

৫৩. সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে বিজ্ঞাপন অনুসারে, আবেদনকারীদের আবেদনপত্রের সাথে প্রাসঙ্গিক নথি, শংসাপত্র দেখাতে হবে। মূল নথিগুলি তাদের নিয়োগের সময় সিলেকশন কাউন্সিলের সামনে উপস্থাপন করতে হবে।

৫৪. আইনের স্থিরীকৃত প্রস্তাব হল, একজন প্রার্থীকে বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত "কাট অফ" তারিখের আগে বিজ্ঞাপন অনুসারে সমস্ত শর্ত/যোগ্যতার মানদণ্ড মেনে চলতে হবে, যদি না নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বর্ধিত করা হয়। যেহেতু আবেদনকারী আবেদনপত্রের সাথে উল্লেখিত শংসাপত্রটি জমা দেননি এবং তিন বছর পরেও তা জমা দেননি, তাই তিনি NCC 'B' সার্টিফিকেট ধারণের জন্য অতিরিক্ত 5 নম্বর পাওয়ার অধিকারী নন।

৫৫. বর্তমান রিট পিটিশনে বিতর্কিত আদেশের মাধ্যমে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ স্বীকার করেছে যে প্রার্থী "যোগ্যতার মানদণ্ড" পূরণ করেছেন। তিনি কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা এবং ভাইভা-ভোসে উত্তীর্ণ হওয়ায় অস্থায়ীভাবে নির্বাচিত প্রার্থীও ছিলেন। আবেদনকারীর ক্ষেত্রে, "কাট অফ" তারিখে যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণ না করার বিষয়টি বর্তমান ক্ষেত্রে উত্থাপিত হয়নি।

৫৬ তারপরে তিনি ২০২২ সালের ডব্লিউ. পি.-তে মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের ১৮ই আগস্ট, ২০২২ তারিখের একটি সমন্বিত বেঞ্চের রায়/আদেশের উপর নির্ভর করেছিলেন **(শ্রীমতী হর্ষিতা পান্ডে বনাম নর্দার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেড ও আরেকজন)** যেখানে বলা হয়েছিল যে আবেদনকারীকে অবশ্যই কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডের (সি. আই. এল) চিকিৎসা পরীক্ষা সম্পর্কিত নিয়মগুলি মেনে চলতে হবে। আবেদনকারীর দৃষ্টিশক্তি, সি. আই. এল-এর চিকিৎসা উপস্থিতি বিধি অনুসারে গ্রহণযোগ্য দৃষ্টির চেয়ে অনেক কম ছিল। উপরন্তু, তিনি "বাই-ল্যাটেরাল টেম্পোরাল পোলার"-এ ভুগছিলেন, যার অর্থ রেটিনার অপরিবর্তনীয় ক্ষতি।

৫৭. আবার এই আদালত বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে যে কেন হর্ষিতা পান্ডে (উপরে)-র সিদ্ধান্তটি উত্তরদাতাদের দ্বারা উদ্‌ধৃত করা হয়েছে। এই আদালত ১৬ জানুয়ারী, ২০২৩ তারিখের আদেশে উত্তরদাতাদের প্রাক-নিয়োগ মেডিকেল পরীক্ষা সম্পর্কিত বিধি ও নির্দেশিকাগুলিকে বিদায় জানাতে নির্দেশ দেয়নি। এটি কেবল আবেদনকারীকে উত্তরদাতা কর্পোরেশনের নির্ধারিত পরামিতিগুলির কথা মাথায় রেখে আবার মূল্যায়ন করার নির্দেশ দিয়েছে কারণ তাকে কেবল অস্থায়ীভাবে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছিল।

৫৮. যেহেতু আবেদনকারীর ল্যাসিক সার্জারি হয়েছে, তাই এই আদালত মেডিকেল বোর্ডকে আবেদনকারীর চোখের দৃষ্টি প্রাক-নিয়োগ মেডিকেলের জন্য নির্ধারিত পরামিতিগুলির মধ্যে পড়তে পারে কিনা তা মূল্যায়ন করার নির্দেশ দিয়েছেপরীক্ষা।

৫৯. এরপরে, তিনি ২০২২ সালের আর/বিশেষ দেওয়ানী আবেদন (মহেন্দ্র চাওলা বনাম ভারত ইউনিয়ন)-এ ১২ই ডিসেম্বর, ২০২২-এ আহমেদাবাদে গুজরাট হাইকোর্টের একটি সমন্বিত বেঞ্চ দ্বারা গৃহীত একটি অপ্রকাশিত সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করেন। সেই ক্ষেত্রে, আবেদনকারীকে তার ডান বাহুতে উল্কি থাকার কারণে কনস্টেবল পদে নিয়োগের জন্য অযোগ্য বলে মনে করা হয়েছিল।

৬০. উল্কি অপসারণ করা সত্ত্বেও, আবেদনকারীকে আর. এম. ই-তে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছিল কারণ তিনি আর. এম. ই পরিচালিত হওয়ার অনেক আগে উল্কিটি অপসারণ করেননি এবং দাগটি যথেষ্ট পরিমাণে ম্লান হয়নি। এই ক্ষেত্রে, সমন্বয় বেঞ্চ বলেছিল যে বিজ্ঞাপনের বিধানকে দুর্বল করার জন্য পরবর্তীকালে অসুস্থতা নিরাময় করা যাবে না।

৬১. উক্ত মামলাটি তথ্যের ভিত্তিতে আলাদা করা যায়। আবেদনকারীকে (ক) উল্কিটি অপসারণ করতে হবে এবং (খ) অপসারণের ফলে উল্কিটি যথেষ্ট পরিমাণে ম্লান হয়ে যাওয়া উচিত ছিল যাতে নিয়োগ প্রক্রিয়া চলাকালীন এটিকে একটি দাগ হিসাবে বিবেচনা করা যায় এবং উল্কি হিসাবে নয়।

৬২. এই পরিস্থিতিতে, আদালত বলেছিল যে নিয়োগ প্রক্রিয়া চলাকালীন যদি উল্কিটি সরানো হয় এবং যথেষ্ট পরিমাণে ম্লান না হয়, তবে পরবর্তীকালে দুর্বলতা নিরাময় করা যাবে না। মহেন্দ্র চাওলার ক্ষেত্রে (উপরে) যদিও আবেদনকারী দ্বারা উল্কিটি সরানো হয়েছে, তবে চিহ্নটি যথেষ্ট পরিমাণে ম্লান না হওয়ার বিষয়ে দুর্বলতা নিয়োগ প্রক্রিয়া চলাকালীন রয়ে গেছে।

৬৩. বর্তমান ক্ষেত্রে, নিয়োগ প্রক্রিয়ার সময়, স্বল্প দৃষ্টিশক্তি সম্পর্কিত দুর্বলতাটি অবশ্যই নিরাময় করা হয়েছিল। বিজ্ঞাপনে এমন কোনও শর্ত ছিল না যে 'নিম্ন দৃষ্টিশক্তি' সম্পর্কিত ত্রুটি নির্বাচন প্রক্রিয়ার অনেক আগে সংশোধন করতে হবে।

নিয়োগ প্রক্রিয়ার সময় আবেদনকারীর অসুস্থতা নিরাময়ে কোনও নির্দিষ্ট বাধা ছিল না। অতএব, নিয়োগ প্রক্রিয়ার সময় অসুস্থতা নিরাময়ে আবেদনকারীকে এখন নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখা যাবে না কারণ নিয়োগ প্রক্রিয়ার সময় অসুস্থতা নিরাময় করা হয়েছিল।

৬৪. উপরোক্ত মামলাটি আবেদনকারীকে সহায়তা করে কারণ বাহিনীতে তালিকাভুক্ত একজন সদস্য নিয়োগের ক্ষেত্রেও, আদালত কর্তৃপক্ষকে আবেদনকারীর পুনঃপরীক্ষার জন্য মেডিকেল বোর্ড গঠনের নির্দেশ দিয়েছে।

৬৫ শ্রীজা কে-এর মামলা (উপরে) রিট আবেদনকারীর মামলাটিকে সহায়তা করে কারণ প্রাক-নিয়োগ মেডিকেল বোর্ড কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পরে তিনি ল্যাসিক অস্ত্রোপচার করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে তাঁর দৃষ্টি গ্রহণযোগ্য পরামিতিগুলির মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল এবং ডিভিশন বেঞ্চ দ্বারা বিবেচনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

৬৬ অজয় সিং (উপরে)-এর মামলা আবেদনকারীকে সহায়তা করে যেহেতু বাহিনীর একজন তালিকাভুক্ত সদস্য নিয়োগের জন্য, আদালত কর্তৃপক্ষকে আবেদনকারীর পুনরায় পরীক্ষার জন্য মেডিকেল বোর্ড গঠন করার নির্দেশ দেয় যদিও নির্দেশিকা অনুসারে আরএমই বোর্ডের সিদ্ধান্ত "চূড়ান্ত"। এটি সাধারণত আরএমই-এর রিপোর্টে রেকর্ড করা হয়।

৬৭ বিতর্কিত আদেশের বর্তমান রিট পিটিশনে, মহাব্যবস্থাপক (এইচআর এবং এ) বলেন যেঃ

"একজন প্রার্থীর চাকরির যোগ্যতা নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির তারিখেই যাচাই করা উচিত। অন্য কথায়, প্রার্থীদের বিজ্ঞপ্তির তারিখে বা তার আগে যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুসারে তিনি যোগ্য ছিলেন, তাই তাকে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা এবং পরবর্তীতে ভাইভা পরীক্ষার জন্য ডাকা হয়েছিল।

কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা এবং ভাইভা-ভোসে উত্তীর্ণ হওয়ার পর তাঁকে পিএমটি-র জন্য পাঠানো হয়। পিএমটি-র সময় দেখা যায় যে তাঁর দৃষ্টি ও. ও. নং. পিপি/প্রি-এম্প অনুসারে শারীরিক প্রয়োজনের সমতুল্য ছিল না। ডব্লিউ. বি. এস. ই. ডি. সি. এল-এর ডিরেক্টর (এইচ. আর)-এর মেডিকেল চেকআপ/তারিখঃ ডব্লিউ. বি. এস. ই. ডি. সি. এল-এর ডিরেক্টর (এইচ. আর)-এর মেডিকেল চেকআপ/ "ফ্লাড গেট" খোলার বিষয়টি উত্থাপিত না হলেও, একটি বিশেষ ক্ষেত্রে, উক্ত অফিস আদেশে এর বিধান রয়েছে বি.এম.আই, জেন্টো ইউরিনারি সিস্টেম ইত্যাদির ক্ষেত্রে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা, ৩৫ বছরের বেশি বয়সী ব্যক্তিদের অঙ্গ জড়িত ছাড়াই টাইপ-।৷ ডায়াবেটিস ধরা পড়েছে অঙ্গ সম্পৃক্ততা এবং গর্ভাবস্থা ছাড়া কিন্তু কম দৃষ্টির ক্ষেত্রে সংশোধনমূলক ব্যবস্থার জন্য কোন ব্যবস্থা নেই। উল্লিখিত অফিস আদেশে সংশোধনমূলক ব্যবস্থার এমন কোন বিধান না থাকায়, দৃষ্টি কম হলে তার সংশোধনমূলক ব্যবস্থা বিবেচনাযোগ্য নয়।

৬৮. কার্যত, জেনারেল ম্যানেজার (HR&A) 16 জানুয়ারী, 2023 তারিখে এই আদালতের দ্বারা প্রদত্ত নির্দেশগুলিকে ইমপাগড অর্ডার দ্বারা উপেক্ষা করতে চেয়েছিলেন। চালু১৬ জানুয়ারী, ২০২৩, মিঃ মুখার্জি, উত্তরদাতা, ডব্লিউবিএসইডিসিএল-এর পক্ষে উপস্থিত হওয়া বিদগ্ধ কাউন্সেল, স্পষ্টভাবে দাখিল করেছেন যে আবেদনকারীর প্রার্থিতা পুনঃপরীক্ষার মাধ্যমে বিবেচনা করা যাবে না যেহেতু কোম্পানির প্রবিধান একই অনুমতি দেয়নি। সেটিও তিনি জমা দেনএই ধরনের পুনর্বিবেচনা অপ্রয়োজনীয়ভাবে "ফ্লাড গেট" খুলে দেবে এবং নিয়োগকর্তার জন্য প্রচুর অসুবিধার কারণ হবে।

৬৯ এই আদালত এটিকে বিভ্রান্তিকর মনে করে যে কোম্পানির প্রবিধান অনুযায়ী, BMI, জেনিটোরিনারি সিস্টেমের ক্ষেত্রে প্রার্থীদের পুনর্মূল্যায়ন, টাইপ-২ ডায়াবেটিস অঙ্গ জড়িত ছাড়া এবং গর্ভাবস্থার "বন্যার দরজা" খোলার বিষয়টি উত্থাপিত না করেই পুনরায় মূল্যায়ন করা যেতে পারে তবে বিশেষ ক্ষেত্রে,

এই আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও আবেদনকারীর প্রার্থিতার "পুনর্মূল্যায়ন", "ফ্লাড গেট" খোলার বিষয়ে বিরোধিতা করা হয়েছিল।

৭০. ২০২৩ সালের ১৬ই জানুয়ারি এই আদালত প্রবিধান/নির্দেশিকাগুলির অনুমোদনযোগ্যতা সম্পর্কিত বিষয়টি বিবেচনা করেছিল, কিন্তু মহাব্যবস্থাপক কর্পোরেশনের নির্দেশিকা/প্রবিধানগুলি আবার উল্লেখ করে এই আদালতের নির্দিষ্ট নির্দেশগুলিকে বিদায় জানাতে চেয়েছিলেন। কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে যুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে যে ১৬ই জানুয়ারী, ২০২৩ তারিখের আদেশের "ডি" ধারার অধীনে আবেদনকারীর প্রার্থিতা কর্পোরেশনের প্রবিধান/নির্দেশিকা অনুসারে বিবেচনা করা প্রয়োজন ছিল। কর্পোরেশনের প্রবিধান/নির্দেশিকা 'কম দৃষ্টি' সহ লোকদের জন্য এই ধরনের পুনরায় পরীক্ষার অনুমতি দেয়নি।অতএব, আবেদনকারীর প্রার্থিতা পুনর্বিবেচনা না করে মহাব্যবস্থাপক এই আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ মেনে চলতে ব্যর্থ হননি।

৭১. যখন এই আদালত বিশেষভাবে নির্দেশ দেয় যে, কর্পোরেশনের নিয়মাবলী/নির্দেশিকা অনুসারে আবেদনকারীর প্রার্থিতা পুনর্বিবেচনা করা হলে এবং আবেদনকারীকে অন্য প্রাক-কর্মসংস্থান মেডিকেল চেকআপের জন্য পাঠানো হলে নিয়োগকর্তার কোনও কুসংস্কার বা গুরুতর অসুবিধা হবে না, তখন জেনারেল ম্যানেজারের উপর আদেশের একটি অংশের উপর নির্ভর না করে এবং তার সুবিধা অনুযায়ী বিধিনিষেধমূলক পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা না করে এর প্রকৃত চেতনা এবং অর্থ উপলব্ধি করার জন্য সামগ্রিকভাবে আদেশটি পড়া বাধ্যতামূলক ছিল। উত্তরদাতার পক্ষ থেকে যুক্তি শোনার পরে কর্পোরেশন, ১৬ জানুয়ারী, ২০২৩ তারিখের আদেশটি পাস করা হয়েছিল। সাধারণ

সংশোধনমূলক অস্ত্রোপচারের পরে আবেদনকারীর প্রাক-কর্মসংস্থান মেডিকেল চেক-আপ অস্বীকার করার জন্য ম্যানেজার আবার একই যুক্তি অবলম্বন করতে পারতেন না।

৭২. যখন এই আদালত আবেদনকারীর প্রার্থিতা কোম্পানির প্রবিধান/নির্দেশিকা অনুসারে পুনর্বিবেচনার নির্দেশ দেয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই বোঝায় যে কর্পোরেশনের প্রবিধান/নির্দেশিকা দ্বারা নির্ধারিত মেডিকেল প্যারামিটারগুলির কথা মাথায় রেখে আবেদনকারীর প্রার্থিতা বিবেচনা করা উচিত। এটি কর্পোরেশনের প্রবিধান/নির্দেশিকা অনুসারে অনুমোদনহীনতার ছদ্মবেশে এই আদালতের নির্দেশগুলিকে হতাশ করার চেষ্টা করে এই আদালতের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করার জন্য জিএমকে কোনও কর্তৃত্ব দেয়নি।

৭৩. ২০২৩ সালের ডব্লিউ. পি. এ ৪৯৫৩ হিসাবে বর্তমান রিট পিটিশনে কর্পোরেশনের পক্ষে একই যুক্তি পেশ করা হয়েছে যা ২০২৩ সালের ডব্লিউ. পি. এ ৩১৮-এ বিবেচনা ও প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। এই বিষয়ে যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে কেন ১৬ই জানুয়ারি, ২০২৩-এর আদালতের আদেশটি বেশ কয়েকটি রায় উদ্‌ধৃত করে কার্যকর করা উচিত নয়। ১৬ই জানুয়ারি, ২০২৩-এর আদেশটি আপিলে কার্যকর করা হয়নি বা আদেশের ব্যাখ্যার জন্য কর্পোরেশন কোনও আবেদনও করেনি। কর্পোরেশনের দৃষ্টিভঙ্গিকে এই আদালত মোটেও প্রশংসা করেনি।

৭৪. অতএব, এই আদালত ২০২৩ সালের ১৬ই জানুয়ারি এই আদালত কর্তৃক গৃহীত নির্দেশাবলী হতাশ/মেনে না চলার উদ্দেশ্যে উত্তরদাতা কর্পোরেশনের যুক্তি গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নয়। কর্পোরেশনের মনোভাব অবিবেচক, অন্তত বলতে গেলে।

৭৫. তদনুসারে, ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ২০২৩ তারিখের অভিযুক্ত আদেশ বাতিল করা হয়েছে এবং/অথবা আলাদা করে রাখুন। আবেদনকারীর দৃষ্টি সংক্রান্ত মাপকাঠি হবে

প্রাক-নিয়োগ মেডিকেল বোর্ড কর্তৃক পুনঃমূল্যায়ন করা হবে এবং যদি তা কর্পোরেশনের বিজ্ঞাপন/চিকিৎসা নির্দেশিকায় নির্ধারিত সীমার মধ্যে পড়ে, তাহলে আবেদনকারীকে অফিস-নির্বাহী পদে নিয়োগের জন্য বিবেচনা করা হবে। সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা পূরণের পর, এই আদেশের তারিখ থেকে দুই মাসের মধ্যে।

৭৬. উপরোক্ত নির্দেশাবলী সহ, ২০২৩ সালের ডব্লিউপিএ ৪৯৫৩ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

৭৭. ওয়েবসাইট থেকে এই আদেশের ডাউনলোড করা সার্ভার কপির উপর সকল পক্ষকে ব্যবস্থা নিতে হবে।

৭৮. আবেদন করা হলে, এই রায়ের জরুরি প্রত্যয়িত ফটোকপি, সমস্ত প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা পূরণের পর, পক্ষগুলিকে সরবরাহ করতে হবে।

(বিচারপতি লাপিতা ব্যানার্জি)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal